দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 18 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

ইউনানী ও আয়ুর্বেদ মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে

পল্লবী সংবাদদাতা ॥ সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদ মেডিক্যাল কলেজের অভ্যন্তরে বিরাজমান নানা সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। অনিয়ম ও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার বিরূপ প্রভাব গিয়ে পড়েছে ছাত্রছাত্রীদের ওপর। ফলে যতই দিন যাচ্ছে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা ততই অনিশ্চয়তায় ভুগছে। কলেজের অধ্যক্ষ সবকিছু ঠিকমতো চলছে বলে দাবি করলেও গতবছর দুটি বিভাগের ৫০ আসনে ভর্তি হয়েছে মাত্র ১৫ জন। এ বছর ভর্তি প্রক্রিয়া এখনও চলছে। ছাত্রছাত্রীরা এজন্য দায়ী করেছে প্রশাসনিক দুর্বলতাকে। তারা বলেছে, কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও কলেজের উপর নজরদারী না থাকার কারণেই ইউনানী ও আয়ুর্বেদ শিক্ষা আজ এতটা অবহেলিত। মেডিক্যাল কলেজে প্রভাষকের উপরে কোন শিক্ষক নেই। সেশনজট কিছুটা কাটিয়ে উঠলেও শিক্ষক স্বল্পতা, অসংগঠিত সিলেবাস, ইন্টার্নী ভাতা ও আবাসন সমস্যা রয়েছে এখানে।

অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনাই মূল সমস্যা

অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে ১৯৮৫ সালে সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদ মেডিক্যাল কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়। ১৯৮৯ সাল থেকে ইউনানী (বিইউএমএস) ও আয়ুর্বেদ (বিএএমএস) দুটি ফ্যাকাল্টির ক্লাস শুরু হয়। মেডিক্যাল কলেজটি রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৯৯ সালে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা অনেক প্রতিশ্রুতি আশ্বাসের ওপর ভরসা করে যেভাবে তাদের পড়াশোনার জীবন শুরু করেছিল তার শেষ রক্ষা হচ্ছে না। শুরুর দিকে প্রতিবছর দুটি ফ্যাকাল্টিতে ২৫জন করে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হলেও গত বছর এ সংখ্যা নেমে এসেছে ১৫ জনে। তবে এবছর এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ছাত্রছাত্রীরা জানায়, ভর্তির ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের সঠিক নজরদারী না থাকার কারণেই এমনটি ঘটেছে। আমাদের দেশে ইউনানী ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু মিরপুর ১৩ নম্বর সেকশনে অবস্থিত সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদ মেডিক্যাল কলেজটি সম্পর্কে অনেকেই অবগত নেই। এর কারণ প্রশাসনিক দুর্বলতা। প্রতিষ্ঠার এক দশকেও কলেজ কর্তৃপক্ষ ইউনানী ও আয়ুর্বেদ শিক্ষার ব্যাপারে কোন প্রচার-প্রচারণা চালায়নি। যা দেখে ছাত্রছাত্রীরা এ কলেজে ভর্তির ব্যাপারে আগ্রহী হবে। এমনকি যে সকল ছাত্রছাত্রী এখানে ভর্তি হয়েছে তাদের পাঠদানেও রয়েছে যথেষ্ট অনিয়ম। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে অনেক প্রয়োজনীয় ক্লাস বাদ যায়। ফলে পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। বর্তমানে সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদ মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২শ'। কিন্তু দুটি ফ্যাকাল্টির শিক্ষক মাত্র ১৫ জন। প্রতিবছর প্রায় ২০/২২টি বিষয় এত কম সংখ্যক শিক্ষকের পক্ষে গুরুত্বসহকারে পড়ানো সম্ভব হয় না। এক শিক্ষক জানান, এই মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকদের প্রভাষকের উপরে পদ নেই। একারণেও শিক্ষকদের মাঝে হতাশা বিরাজ করছে। ইউনানী বিভাগের এক ছাত্র বলেন, দীর্ঘদিন যাবত তাদের ফ্যাকাল্টিতে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। সম্প্রতি এ সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। বেশ কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১জন। ফলে কোন কারণে ঐ বিষয়ের শিক্ষক যদি কলেজে না আসেন তাহলে আর ঐ ক্লাস নেয়া হয় না। এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা বহুবার কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন ফল পায়নি। তিনি বলেন, শিক্ষক স্বল্পতা ছাড়াও এখানকার আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে অসংগঠিত সিলেবাস। ১৯৯০ সালে প্রণীত সিলেবাসই এখনও অনুসরণ করা হচ্ছে। এ সিলেবাসটি নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বেশ দ্বিমত রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের আওতাধীন হওয়ায় তাদের বেশ বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে। তাঁদের দাবি ইউনানী ও আয়ুর্বেদ শিক্ষাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী অনুষদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ শাহজাহান বিশ্বাস বলেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের কলেজটি বেশ ভালই চলছে। শিক্ষক স্বল্পতার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, ২৭ ৭ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সিলেবাস আধুনিক করার ব্যাপারে ও উপর মহলকে জানানো হয়েছে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের ইউনানী ভাতা ও বাংলা ভাষায় বইয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।